একই অঙ্গে এত রূপ

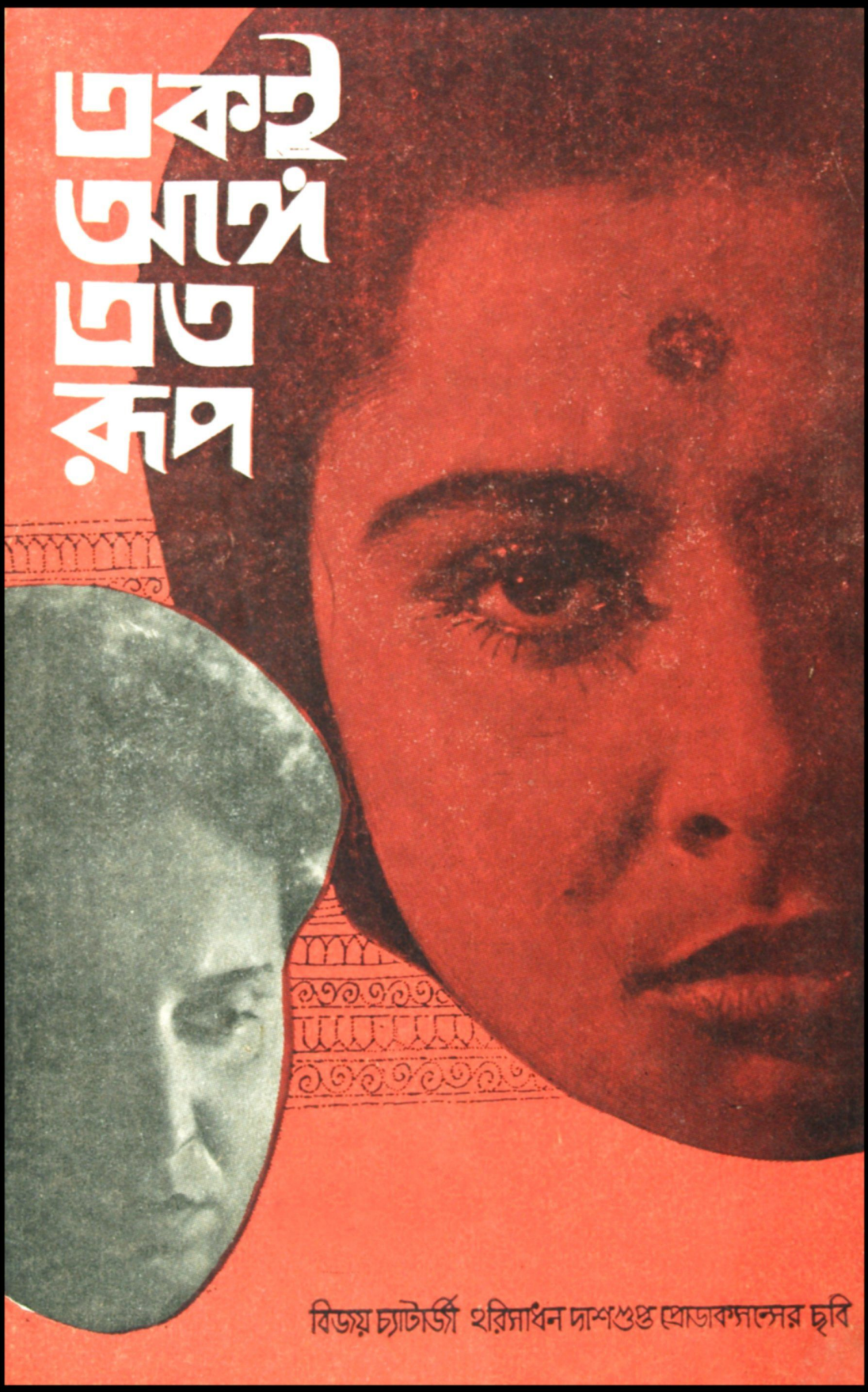

বিজয় চ্যাটার্জী হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রোডাকসন্সের ছবি

বিজয় চ্যাটার্জী ও হরিসাধন দাসগুপ্ত প্রোডাকসন্সের

—নিবেদন—

একই অঙ্গে এত রূপ

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিসাধন দাশগুপ্ত ০ সঙ্গীত : আলি আকবর খাঁ

প্রধান ভূমিকায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী

তৎসহ : ছায়া দেবী, হরেন চট্টোপাধ্যায়, ছন্দা, সুবল দত্ত, নিবারণ সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়

অতিথি শিল্পী : সুমিতা সান্যাল, দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, ডেন ম্যানুয়েল

চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত ০ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত ০ পুনঃ-শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ০ শিল্প-উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন ০ নির্দেশনা : বিজয় বসু ০ সম্পাদনা : তরুণ দত্ত : রূপসজ্জায় : অনন্ত দাস সাজসজ্জা : বৈজুরাম ০ ব্যবস্থাপনা : সুখময় সেন ০ আলোক নিয়ন্ত্রণ : হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, দুখী অধিকারী, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, সুবীর, সন্তোষ যন্ত্রসঙ্গীত : আলি আকবর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ, খাঁ, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য, আলোক দে, ০ নেপথ্য গায়িকা : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : দেবব্রত সরকার ০ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ০ চিত্রগ্রহণে : সুনীল চক্রবর্ত্তী, বেণু সেন, ০ সম্পাদনায় : প্রশান্ত দে, তাপস মুখোপাধ্যায় ০ শব্দগ্রহণে : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনায় : সুখময় সেন, মহেন্দ্র বিশ্বাস ০ রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুহাস সেন, জিতেন সান্যাল, শৈলেন মুখার্জ্জি টালিগঞ্জ ক্লাব লিঃ ০ মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত ০ জিতেন বসু এবং প্রাচী সিনেমার কর্তৃপক্ষ ও কর্ম্মীবৃন্দ।

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল ০ স্থির-চিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী ০ পরিচয় লিখন : নারায়ণ দেবনাথ : মুদ্রণ : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া

একমাত্র পরিবেশক • চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

কল্পনার অতীত এত সুখ, এত অফুরন্ত পাওয়া। হাজারীবাগের চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে এসে হাসির জীবনের আর আনন্দের শেষ নেই।

সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান শ্বশুর। বিলেত থেকে প্রত্যাগত স্বাস্থ্যবান উচ্চ শিক্ষিত সুদর্শন স্বামী রমেন চৌধুরী। ছোট্ট এই পরিবারের চোখের মণি নববধূ হাসি।

এত ভালবাসা, এত পাওয়ার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায় হাসি। কি যেন অজানা আশঙ্কায় সে চমকে ওঠে। এত সুখ কি তার কপালে সইবে!

রমেন আশ্বাস দেয়, ভয় কি তোমার—বাবা মা আর আমার ওপর ভরসা রেখো।

স্বামীর মুগ্ধ মুখ দেখে হাসি বলে, তুমি কিন্তু আমাকে কখনো একলা ফেলে যেও না।

রমেনকে কিন্তু যেতে হয়। ছুটি শেষ হয়ে গেছে, তাকে চাকরীতে যোগদান করতে হবে। কলকাতার ভাল একটা ফ্ল্যাট

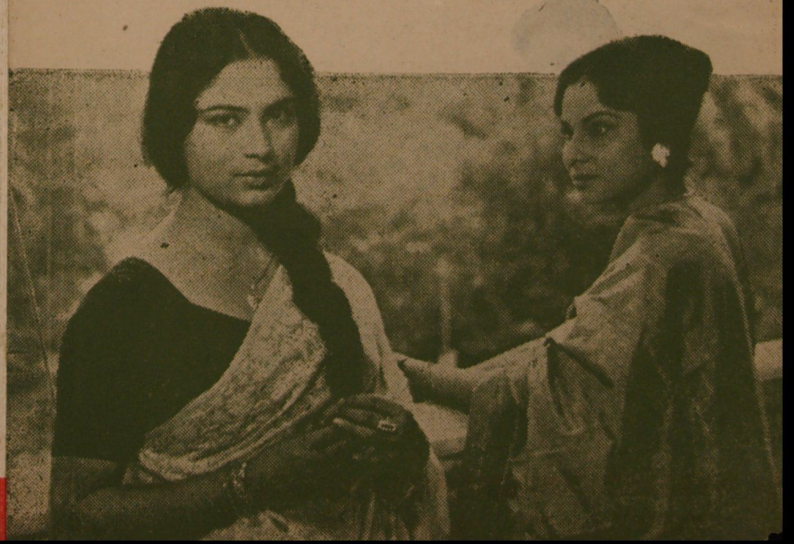

পাওয়া গেলে হাসিকে নিয়ে যাবে রমেন। যাওয়ার আগে রমেন বলে গেল, আমি রোজ তোমায় টেলিফোন করব—রোজ বেলা একটার সময়।

দিন আর কাটে না হাসির। প্রতিটি মুহূর্ত ক্লান্তিকর। এমনি একটি দিনে ঝি এসে জানাল, বউদি তোমার বাপের বাড়ীর লোক এসেছে।

হাসি ছুটে নীচে নেমে আসে। শ্বাশুড়ির সামনে উপবিষ্ট আলাপরত যুবকটিকে দেখে হাসির বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর কোথাও বুঝি হাওয়া বাতাস এতটুকুও নেই।

সৌমেন একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তার দিকে। উস্কো-খুস্কো চুল, দাড়ি কামানো হয়নি, চোখের নীচে কালি।

যৌবন উন্মেষের প্রথম লগ্নে হাসির অন্ধকার নিঃসঙ্গ জীবনে আলোর বন্যায় ভরিয়ে দিয়েছিল এই সৌমেন। তারপর হঠাৎ সাত দিনের জন্যে যাচ্ছি বলে কোথায় চলে গেল সৌমেন, আর ফিরে এল না। একেবারে সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে গেল সৌমেন।

নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত। সৌমেনই প্রথম কথা বলল। এই যে হাসি আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছ, না?

হাসির শ্বাশুড়ির দিকে চেয়ে বলল, হাসির বিয়ের সময় আমি ছিলাম না। অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম, তাই কাকারা খবর পর্য্যন্ত দিতে পারেননি। কলকাতায় ফিরে এসে হাসির বিয়ের খবরটা

পেয়ে ভাবলাম, যাই হাসির সঙ্গে দেখা করে আসি। বোনেদের মধ্যে হাসিই আবার আমার খুব প্রিয় ছিল কিনা?

শাশুড়ি বৌমার প্রশংসায় উচ্ছসিত। বলেন, বৌমার আমার তুলনা হয় না, খোকা আমাদের সত্যি ভাগ্যবান।

সৌমেনের মুখটা আরো ম্লান হয়ে যায়।

শাশুড়ি বলেন, তোমার দাদা সারারাত ট্রেণে জেগে এসেছে ভারী ক্লান্ত। ওপরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

বাধ্য হয়েই সৌমেনকে ওপরে নিয়ে যেত হয়। হাসির ঘরে ঢুকে সৌমেনের চোখ জ্বলে ওঠে।

হাসি প্রশ্ন করে, আপনি এখানে কেন? চোখে চোখ রেখে সৌমেন বলে একটা ইন্টারভিউ দিতে।

বিস্মিত হাসি বলে, ইন্টারভিউ! এখানে?

সৌমেন বলে, হ্যাঁ ইন্টারভিউ—মৃত্যুর সঙ্গে। মনে নেই আমাদের প্রতিজ্ঞা?

চমকে ওঠে হাসি। বুকের ভিতরটা ভয়ে দুরদুর করে ওঠে। বলে, আপনি ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে

সৌমেন হতাশ হয়ে বলে, তুমি কত বদলে গেছ হাসি। পুরণো দিনগুলোর কথা একবারও মনে পড়ে না?

বিগত দিনের স্মৃতি কি হাসি তার বাস্ত বর্তমান দিয়ে, ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনা দিয়ে মুছে ফেলতে পেরেছে।

কলেজের সোশ্যালে সৌমেনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলে সৌমেন্দু রায় তার কথায়, কবিতায়, প্রখর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল হাসিকে। গানের জলসায়, ময়দানের বড় বড় আশ্বথ গাছের তলায়, গঙ্গার স্রোতে ভাসমান নৌকায় সেই প্রথম যৌবনের মুহূর্তগুলি.....সেগুলি কি ভোলবার!

সৌমেনই বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। রাজী হয়েছিল হাসি। ধূমকেতুর মত হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে গেল সৌমেন। সাত দিন পরে ফিরে আসছি বলে এক বছরের মধ্যেও এল না।

কাকারা হাসির বিয়ে স্থির করলেন। রাজপুত্তুর পাত্র। হাসির মত না থাকলেও কাকাদের এড়ানো গেল না। কত দ্বিধা, কত ভয়, কত সংশয় নিয়ে স্বামীর হাত ধরে এল সে শ্বশুর বাড়ী। কখন অজান্তেই হৃদয়ের তন্ত্রীতে নতুন সুর বেজে উঠল। জীবনের সব বেদনা, তিক্ততা ভুলে গিয়ে আবার ভালবাসতে সাধ জাগল। ভাল লাগল ধরণীর সব কিছু।

কিন্তু সৌমেন আজকের হাসিকে বুঝতে চায় না। হাসিকে না পাওয়া এই অসহ্য জীবনের সে পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়। তাই সঙ্গে করে এনেছে পটাসিয়াম সায়নাইড।

এই বিষ তাদের জীবন-যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেবে। মরে তারা অমর হয়ে যাবে।

হাসি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সত্যিই কি সৌমেন তার সব সুখ, তার বর্তমান আর ভবিষ্যত পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। নিষ্ঠুর সৌমেনের জ্বালানো সেই আগুনে শুধু হাসি একলা পুড়বে না। তার দেবতার মত শ্বশুর শাশুড়ী, তার নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ স্বামীও পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

হাসি সৌমেনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, অনুরোধ করে, তারপর তার পায়ে ধরে মিনতি করে বলে, দয়া কর সৌমেন, শুধু আমার জন্যে এতগুলো মানুষের জীবনে স ডেকে এনো না। দয়া কর সৌমেন।

দয়া কি করেছিল সৌমেন? আর রমেন! সে কি তার নবপরিণীতার এই জীবন-রহস্যের সন্ধান পেয়েছিল?

ওদিকে বেলা একটার সময় রমেনের ফোন বেজেই চলেছে।

সত্যের আলোকে মিথ্যার আবরণে ছিঁড়ে যায়ই। সব ন্যায় অন্যায় ভুলত্রুটির হিসেবের সেদিন মীমাংসা হয়ে যায়।

সঙ্গীত

(১)

কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম,
এলো না ফিরে হৃদয় তীরে।
একা একা রাধা ভাসে নয়ন নীড়ে।
শ্যাম এলো না ফিরে.....
আজো মায়া গোধূলি বেলায়।
কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম।
ফুল বনে রঙেরই খেলায়,
দখিনা যে উতোরল পরাণ তীরে
শ্যাম এলো না ফিরে
শ্যাম এলো না ফিরে
কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম।
পথ চেয়ে তমাল বীথি।
আজো খোঁজে হারাণো প্রীতি।
বিরহেরি কান্না এসে মিলনে ফিরে,
এলো না ফিরে।
কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম,
কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম
এলো না ফিরে।
হৃদয় তীরে।
একা একা রাধা ভাসে পরাণ নীড়ে
শ্যাম এলো না ফিরে,
কথা দিয়ে বল কেন শ্যাম।

(২)

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পাড়,
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে,
হতেছ তুমি পার॥
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

এস. এম. ফিল্মসের নিবেদন · কাহিনী সমরেশ বসু

বাঘিনী

পরিচালনা · বিজয় বসু · সঙ্গীত · হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের

মণিহার

পরিচালনা · সলিল সেন · সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জি

উত্তমকুমার পরিচালিত · সুপ্রিয়া · উত্তম অভিনীত

শুধু একটি বছর

কাহিনী · গৌরীপ্রসন্ন · সঙ্গীত · রবীন চ্যাটার্জী

দিলীপকুমার · ধর্ম্মেন্দর · প্রণতি · বিকাশ · অভিনীত

ভরাডুবির

পরিচালনা · জগন্নাথ চ্যাটার্জী · সঙ্গীত · সলিল চৌধুরী